JAN. 30 2001

ভোরের কাগজ

তারিখ ...

পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

সরবরাহ কম, ভুলে ভরা, নিম্নমানের কাগজে ছাপা

পাঠ্যবই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা দাবি

কাগজ ডেস্ক : বিভিন্নস্থানে বোর্ডের পাঠ্যবই পৌঁছালেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। তাছাড়া যেসব বই পৌঁছেছে সেগুলো অসংখ্য ভুলে ভরা এবং অত্যন্ত নিম্নমানের কাগজে ছাপা। পাঠ্যবই নিয়ে এ কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে কোনো কোনো পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি। তারা ধর্মঘটসহ আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেছে।

নারায়ণগঞ্জ প্রতিনিধি জানান, পাঠ্যপুস্তক কেলেঙ্কারির জন্য দায়ী জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন কান্তি চৌধুরী এবং বেক্সিমকোর অন্যতম কর্ণধার সালমান এফ রহমানকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের দাবি জানানো হয়েছে। গত রোববার সকালে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির না.গঞ্জ জেলা শাখার এক সমাবেশে এই দাবি জানানো হয়।

স্থানীয় পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে ভুলে ভরা নিম্নমানের ছাপা, অত্যন্ত বাজে কাগজে মুদ্রিত বই প্রকাশের প্রতিবাদে আজ মঙ্গলবার ধর্মঘট, বিক্ষোভ মিছিল ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার কর্মসূচি ও ঘোষণা করা হয়। কর্মসূচি অনুযায়ী আজ মঙ্গলবার সকাল-সন্ধ্যা জেলার সমস্ত বইয়ের দোকান বন্ধ থাকবে।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. তপন মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে শীর্ষস্থানীয় ঋণখেলাপি একটি ব্যবসায়ী গ্রুপের ভুয়া প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজ দিয়েছেন। তারা এ কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করে বলেন স্বাধীনতার পর পাঠ্যপুস্তক নিয়ে এরকম কেলেঙ্কারি আর হয়নি।

নোয়াখালীতে বোর্ডের বই এলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে আমাদের প্রতিনিধি জানিয়েছেন। বইয়ের চাহিদা বেশি হওয়ায় সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে অনেক চড়া দামে বিক্রেতারা বই বিক্রি করছে বলে ক্রেতারা অভিযোগ করেছেন। তবে অনেক বিক্রেতা ঢাকা থেকে অতিরিক্ত ১০ থেকে ২০ শতাংশ বেশি দামে বই কিনে আনছেন বলে দাবি করেন।

ছাত্রছাত্রীরা অনেক ক্ষেত্রে নোট বইয়ের সঙ্গে বোর্ডের বই কিনতে বাধ্য হচ্ছে। এ ছাড়া অনেক লাইব্রেরিতে বোর্ডের বই কিনতে গিয়ে ক্রেতারা হয়রানি ও নাজেহাল হচ্ছেন বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। বই বিক্রেতাদের সমিতি থাকায় এসবের প্রতিবাদ করেও কোনো সুরাহা বা বিচার পাওয়া যাচ্ছে না।